যুগান্তর

তারিখ 12 Apr 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংরক্ষিত আসনে মেডিকেলে ভর্তি নিয়ে কোটি কোটি টাকার বাণিজ্য

মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল

বেসরকারি মেডিকেল কলেজে শতকরা ৫ ভাগ সংরক্ষিত অসচ্ছল ও মেধাবী কোটায় শিক্ষার্থী ভর্তিতে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। চূড়ান্তভাবে শিক্ষার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদফতরের কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে ওজনস্তরের ফাঁকির মাধ্যমে পছন্দের প্রার্থীকে ভর্তি করে কোটি কোটি টাকা বাণিজ্যের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির ভিত্তিতে নম্বর দেয়ার ক্ষেত্রে পছন্দের প্রার্থীকে ভর্তির সুযোগ করে দিতে বেশি নম্বর প্রদান ও ভগ্নাংশের হিসাব দেখিয়ে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি তালিকা তৈরি করে বিপুল অংকের টাকা হাতিয়ে নেয়া হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। বেসরকারি মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশনের (বিপিএমসিএ) পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদফতরের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ আনা হচ্ছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদফতরও পাল্টা বিপিএমসিএ'র বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম ও অনৈতিক কাজের অভিযোগ আনছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ৯ জুন পৃথক দুটি চিঠিতে সংরক্ষিত কোটায় শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে সরকারি নীতি ও আইন অনুসরণ না করার কারণে দেশের ৬টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজের (ইস্টওয়েস্ট, তায়েরুননেছা, ইস্টার্ন, সেন্ট্রাল, বিসিডি ট্রাস্ট ও এমএইচ শমরিতা) অনুমোদন বাতিল কেন করা হবে না এই মর্মে কারণ দর্শাও নোটিশ জারির পাশাপাশি অবৈধভাবে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন প্রদান না করতে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে চিঠি দেয়া হয়। কোন ধরনের আলোচনা না করে হঠাৎ করে এ ধরনের সিদ্ধান্তে একাধারে হতাশ ও বিস্মিত বিপিএমসিএ নেতারা। তারা বলেছেন, যেখানে মন্ত্রণালয় নিজেদের তৈরি নীতিমালার বিভিন্ন শর্ত অহরহ ভঙ্গ করছে সেখানে সংরক্ষিত কোটায় দু-একজন শিক্ষার্থী ভর্তির অনিয়মের কথা বলে অনুমোদন বাতিল, রেজিস্ট্রেশন প্রদান না করার চিঠি ইস্যু ও কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করা মোটেও শোভনীয় নয়। তারা বলেন, কোন ধরনের ভুল হয়ে থাকলেও তা অনিচ্ছাকৃতভাবে করা হয়েছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিপিএমসিএ'র একাধিক শীর্ষ কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেছেন, মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরের একতরফা ও অন্যায় সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে সুবিচার পেতে উচ্চ আদালতে যাওয়ার চিন্তাভাবনা করছেন তারা। প্রয়োজনে দেশের সব বেসরকারি মেডিকেল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করার মতো কর্মসূচি ঘোষণা দেয়া হবে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদফতরের সঙ্গে বিপিএমসিএ'র রশি টানাটানির ফলে সংরক্ষিত অসচ্ছল ও মেধাবী কোটায় শিক্ষার্থীরা ভর্তি প্রক্রিয়া শেষে কবে নাগাদ

অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধের হুমকি

ক্লাসে যোগদান করতে পারবেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ডিসেম্বর মাস থেকে চলতি সেশনের ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। দেশের সব বেসরকারি মেডিকেল কলেজের অসচ্ছল ও মেধাবী কোটায় শিক্ষার্থী ভর্তি নিয়ে গত কয়েক মাস ধরে টানাহেঁচড়া চলছে। তবে চলতি বছরের মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে বহুল আলোচিত অসচ্ছল ও মেধাবী কোটায় নির্বাচিত ২১২ জন ছাত্রছাত্রীর চূড়ান্ত তালিকা ঘোষণা করা হয়। একই সঙ্গে আরও একশ জনের অপেক্ষমাণ তালিকা প্রকাশ করা হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আমির হোসেন ও স্বাস্থ্য অধিদফতরের (পরিচালক চিকিৎসা শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়ন) প্রফেসর ডা. শাহ আবদুল লতিফকে সভাপতি ও সদস্য সচিব করে গঠিত ৯ সদস্যের কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদন করে। সভায় সিদ্ধান্ত হয় ৫ এপ্রিলের মধ্যে ঘোষিত ২১২ জনের কেউ ভর্তি না হলে ৬ এপ্রিল থেকে ৮ এপ্রিল পর্যন্ত অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়ায় ভর্তি করা হবে। এ ধরনের অভিযোগ অস্বীকার করে বিপিএমসিএ'র সভাপতি ও ইস্টওয়েস্ট মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর মোয়াজ্জেম হোসেন যুগান্তরকে বলেন, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটাতে ও তাদেরকে সামাজিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্যই স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক প্রফেসর ডা. শাহ আবদুল লতিফ মিথ্যা অভিযোগ এনেছেন। তিনিসহ কমিটির অধিকাংশ সদস্যের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা না করেই নির্ধারিত সময়ের পরে (অপেক্ষমাণ তালিকায় ভর্তির সময়সীমা ছিল ৬ থেকে ৮ এপ্রিল) অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে শিক্ষার্থী ভর্তির তালিকা পাঠিয়েছেন। শুধু তাই নয়, কোথাও কোথাও সংরক্ষিত আসনে মেডিকেল কলেজের জন্য যত সংখ্যক আসন রয়েছে তার চেয়ে বেশি শিক্ষার্থীর নাম দিয়ে ভর্তির তালিকা পাঠিয়েছেন। গত বছর অসচ্ছল ও মেধাবী কোটায় শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে অনিয়ম হওয়ায় তারা চলতি বছর উচ্চ আদালতে মামলা দায়ের করেছিলেন। পরবর্তীতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. আফম রুহুল হকের হস্তক্ষেপ ও আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে মামলা প্রত্যাহার করা হয়। প্রফেসর ডা. মোয়াজ্জেম বলেন, মামলা করার কারণেই হয়তো তাদের বিরুদ্ধে এসব মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক মেডিকেল কলেজের প্রতিনিধি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, চলতি বছর অসচ্ছল ও মেধাবী কোটায় ভগ্নাংশের ফাঁকির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হয়েছে। স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির হিসাবের ক্ষেত্রে সম্পত্তিভেদে ১ থেকে ১০ পয়েন্ট ধরা হয়েছে।